প্রবাদ ও প্রবচন

অতি চালাকের গলায় দড়ি।

অতি দর্পে হতা লঙ্কা।

অতি বড় সুন্দরী না পায় বর,
অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর।

অতি বাড় বেড়ো না ঝরে পড়ে যাবে,
অতি ছোট হয়ো না ছাগলে মুড়ে খাবে।

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

অতি লোভে তাঁতী ডোবে।

অতির কিছুই ভাল নয়।

অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চড়চড় করে।

অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়।

অমাবস্যার চাঁদ।

অ্যাং যায় ব্যাঙ যায় খলসে বলে আমিও যাই।

অল্প জলের পুঁটিমাছ।

আকাশ কুসুম কল্পনা।

BANGODARSHAN.COM

আকাশে ফেলিলে থুতু পড়ে নিজ গায়ে।

আঠারো মাসে বছর।

আদেখলার ঘটি হল, জল খেয়ে খেয়ে বাছা ম' ল।

আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও।

আপনি আর কপনি।

আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

আশায় মরে চাষা।

আষাঢ়ে গল্প।

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়।

ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।

ইল্লত যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না ম' লে।

উঠতি মূলো পত্তনেই বোঝা যায়।

উড়ে এসে জুড়ে বসা।

উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।

উলু (বেনা) বনে মুক্তো ছড়ানো।

উল্টা বুঝলি রাম।

BANGODARSHAN.COM

এক গোয়ালের গরু।

এক ঘড়া দুধে এক ফোঁটা চোনা।

এক ঢিলে দুই পাখী মারা।

এক মাঘে শীত পালায় না।

একফোঁটা বিষ নাই কুলোপানা চক্কর।

একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর।

একের লাঠি দশের বোঝা।

ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে।

ওপরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কীর্তন।

কইমাছের প্রাণ বড় শক্ত।

কুকুরের পেটে ঘি সয় না।

কুকুরের লেজ টানলেও সোজা হয় না।

কড়ায় কড়া কাহনে কানা।

কুড়িতেই বুড়ি।

কত ধানে কত চাল।

কথার মাঝে ফোড়ন কাটা।

কুপুত্র যদি বা হয় কুমাতা কখনো নয়

BANGLADARSHAN.COM

কলুর বলদ ঘুরে মরে।

কলির সন্ধ্যা মাত্র, এখনও কত বাকী।

কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।

কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকায় করবে ট্যাঁশ ট্যাঁশ।

কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজী।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিঁটে

কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা।

কাঠে কাঠে কাঠাকাঠি।

কান টানলে মাথা আসে।

কানু বিনে গীত নাই।

কারও পৌষমাস, কারও সব্বনাশ।

কালনেমির লঙ্কাভাগ।

কালে কালে হল কি, আরশোলা হল পাখী।

কালের করাল গ্রাস।

কিল খেয়ে কিল চুরি করা।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেড়িয়া যাওয়া।

খাচ্ছিল তাঁতী তাঁতী তাঁত বুনে, কাল হল এঁড়ে গরু কিনে।

BANGODARSHAN.COM

খোঁড়ার পা খানায় পড়ে।

গুএর এপিঠ ওপিঠ।

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।

গভীর জলের মাছ।

গরজ বড় বালাই।

গরজে গয়লা ঢেলা বয়।

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া।

গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।

গাছেরও খাব তলারও কুড়োব।

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।

গাঁয়ের মধু আর ভিনগাঁয়ের মধুসূদন।

গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।

গোদের ওপর বিষফোঁড়া।

গোঁফ খেজুরে।

গোবর গণেশ।

গোবরে পদ্মফুল।

BANGODARSHAN.COM

গোলে হরিবোল দেওয়া।

ঘুঘু দেখেচ ঘুঘুর ফাঁদ দেখ নি।

ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে এমন দিন সবার আসে।

ঘর জ্বালানে পর ভোলানে।

ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মুখ দেখলে ভয় পায়।

ঘুরিয়ে নাক দেখানো।

ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।

ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া।

ঘোমটার আড়ালে খেমটা।

চকচক করলেই সোনা হয় না।

চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা।

চাঁদেরও কলঙ্ক আছে।

চালুনি হয়ে ছুঁচের বিচার করা।

চাষার গাঁয়ের দাদাঠাকুর।

চিনির বলদ - বওয়াই সার।

চেনা বামুনের পৈতে লাগে না।

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

চোরকে বলে চুরি করতে, গেরস্থকে বলে সজাগ থাকতে।

চোরা না মানে ধর্মের কাহিনী।

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

চোরের মায়ের বড় গলা।

চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে দেওয়া।

ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেড়োন।

ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো।

জুতো মেরে গোরু দান

জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা রবে।

জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ।

জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ।

জলে ভাসে শিলা।

ঝি কে মেরে বউকে শেখানো।

ঝোপ বুঝে কোপ মারা।

টাকার এপিঠ ওপিঠ।

টিকিটাও দেখতে পাওয়া যায় না।

ঠগ বাছতে গাঁ উজার।

BANGLADARSHAN.COM

ঠাকুরঘরে কে রে? আমি ত কলা খাই নাই।

ঠেলার নাম বাবাজী।

ডুবে ডুবে জল খাওয়া।

ডুমুরের ফুল হয়ে যাওয়া।

ঢাকীশুদ্ধ বির্সজন।

ঢাকের বাদ্যি থামলে ভাল।

ঢাল নাই তরোয়াল নাই নিধিরাম সর্দার।

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

ঢোল কালা

তুমি যাও ডালে ডালে, আমি যাই পাতায় পাতায়।

তুষে পাড় দেওয়া।

তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে।

তিলকে তাল করা।

তেলা মাথায় তেল দেওয়া।

তোর পায়ে নয়, তোর কাজের পায়ে পড়ি।

দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা।

দশ চক্রে ভগবান ভূত।

BANGODARSHAN.COM

দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ।

দশের লাঠি একের বোঝা।

দুষ্ট গরুর থেকে শূন্য গোয়াল ভাল।

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝে না।

দিনগত পাপক্ষয়।

দিনে তারা দেখছে।

ধরণী দ্বিধা হও।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

ধরি মাছ না ছুঁই পানি।

ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে।

ধরে ভদ্রা ঘটানো।

ধুলো মুঠি ধরলে সোনা মুঠি হয়।

ধান ভানতে শিবের গীত।

নদীকূলে বাস দুঃখ বারমাস।

নুন আনতে পান্তা ফুরোয়।

ননীর পুতুল।

নুনের পুতুল সাগরে।

BANGLADARSHAN.COM

ন্যাংটার নাই বাটপাড়ের ভয়।

নরম মাটিতে বেড়াল আঁচড়ায়।

না আঁচালে বিশ্বাস নাই।

না বিইয়ে কানাইয়ের মা।

নাই মামার থেকে কাণা মামা ভাল।

নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা।

নাচতে নেমে ঘোমটা টানা।

নানা মুনির নানা মত

নামের চোটে গগন ফাটে।

নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।

নিজের বেলায় আঁটিসুঁটি, পরের বেলায় দাঁতকপাটি।

নির্ধনের ধন হলে দিনে দেখে তারা।

নীচ যদি উচ্চ ভাষে, মানী সে সদা হাসে।

নেড়া একবারই বেলতলায় যায়।

পকেট গড়ের মাঠ।

পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনাই লাভ।

পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।

BANGLADARSHAN.COM

পয়সার বেলায় পাকা টাকার বেলায় বোকা।

পর্বতের মুষিক প্রসব।

পুরানো চাল ভাতে বাড়ে।

পরের ধনে পোদ্দারি।

পাগলে কি না খায় ছাগলে কি না বলে।

পান থেকে চুন খসে না।

পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়

পায়ের জুতো মাথায় তুলতে নাই।

পিঃ পুঃ ফিঃ শুঃ (পিঠ পুড়ছে! ফিরে শো!)

পেটে খিদে মুখে লাজ।

পেটে খেলে পিঠে সয়।

পেটে বোমা মারলে ক বেরয় না।

পেটে হাত পা সেঁধিয়ে যাওয়া।

ফুলের ঘায়ে মুর্ছা যাওয়া।

ফেল কড়ি মাখ তেল আমি কি তোমার পর।

ফোতোবাবুদের পায়ে নমস্কার।

বুকে বসে দাড়ি উপড়ানো।

BANGLADARSHAN.COM

বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।

বড়র পীড়িতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।

বন গাঁয়ে শিয়াল রাজা।

বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশু মাতৃক্রোড়ে

বয়সের গাছ পাথর নাই।

ব্যাঙের আধুলি।

বরের ঘরের পিসী, কনের ঘরের মাসী।

বল বুদ্ধি ভরসা, চল্লিশ পেরোলেই ফরসা।

বসতে পেলে শুতে চায়।

বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

বাড়া ভাতে ছাই

বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার।

বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।

বামুণ গেল ঘর, লাঙ্গল তুলে ধর

বামুন বাদল বান, দক্ষিণা পেলেই যান।

বার মাসে তের পার্বন।

BANGLADARSHAN.COM

বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচী।

বাঁশবনে ডোম কানা।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়।

বিড়াল বলে মাছ খাব না।

বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া।

বিদুরের খুদকুঁড়ো।

বিপদ কখনও একা আসে না।

বিপদকালে বুদ্ধিনাশ।

বিশ বাঁও জলে।

বিষে বিষে বিষক্ষয়।

বেকায়দায় পড়লে হাতী, চামচিকেয় মারে লাথি।

বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি।

বেনো জল ঢুকে সাবেকজল বার হয়ে গেল।

বেল পাকলে কাকের কী।

বোঝার উপর শাকের আঁটি।

ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন।

ভদ্রলোকের এক কথা।

BANGLADARSHAN.COM

ভবিষ্যৎ ঝরঝরে।

ভস্মে ঘি ঢালা।

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়।

ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

ভাঁড়ে মা ভবানী।

ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারার গোঁসাই।

ভাবের ঘরে চুরি।

ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া।

ভিন্ন ভাতে বাপ পড়শী।

মগের মুলুক।

মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।

মনকে চোখ ঠারা নয়।

মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।

মনে মনে মনকলা খাওয়া।

ময়ুরপুচ্ছ ধারী কাক।

মুর্খের শত দোষ।

মরন কালে মকরধ্বজ।

BANGLADARSHAN.COM

মরন কালে হরিনাম।

মূলে মা রাঁধে না, তাতে আবার পান্তা।

মাছের তেলে মাছ ভাজা।

মাথা নাই তার মাথা ব্যাথা।

মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী।

মাৎস ন্যায়।

মোগল পাঠান হদ্দ হল ফারসী পড়ে তাঁতী।

মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্য্যন্ত।

যখন চলে চল্লিশ বুদ্ধিতে চলে।

যত গর্জে তত বর্ষে না।

যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

যত মত তত পথ।

যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামশর্মা।

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

যতকে আয় ততকে ব্যয়।

যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় ন' জন।

যমের দক্ষিণ দুয়ার খোলা।

BANGODARSHAN.COM

যমেরও অরুচি।

যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।

যাকে রাখ সেই রাখ।

যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই।

যার বিয়ে তার মনে নাই পাড়া পড়সীর ঘুম নাই

যার শিল যার নোড়া, তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোঁড়া।

যাহা বাহান্ন, তাহা তিপ্পান্ন।

যে খায় চিনি, যোগায় চিন্তামণি।

যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়।

যেমন কুকুর তেমন মুগুর।

যেমন কর্ম তেমনি ফল।

যেমনি বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।

রতনে রতন চেনে।

রাই কুড়িয়ে বেল।

রাখে হরি মারে কে?

রাঘব বোয়াল।

BANGLADARSHAN.COM

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখড়ের প্রাণ যায়।

রাম না জন্মাতেই রামায়ণ।

রামের হাতে মরব কিন্তু রাবণের হাতে মরব না।

লঙ্কায় সোনা শস্তা।

লজ্জাই নারীর ভুষণ।

লাই দিলে কুকুর মাথায় ওঠে।

লাখ কথার এক কথা।

লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায়।

লেখাপড়া করে যে গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে।

লোক না পোক।

শক্ত মাটিতে বেড়াল আঁচড়ায় না।

শক্তের ভক্ত আর নরমের যম।

শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।

শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না।

শূন্য কলসীর আওয়াজ বেশী।

শ্যাম রাখি না কুল রাখি।

শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবেন তাই সয়।

BANGLADARSHAN.COM

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না।

শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে ঢোকা।

শিব গড়তে বাঁদর।

শিবরাত্রির সলতে।

ষাঁড়ের গোবর।

সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

সুখ স্বপনে, শান্তি শ্মশানে।

সুখে থাকতে ভুতে কিলোয়।

সধবার একাদশী।

সন্তোষই সুখের কারণ।

সব ভাল তার, শেষ ভাল যার,

সব শেয়ালের এক রা।

সবুরে মেওয়া ফলে।

সবে ধন নীলমণি।

স্যাঁকরার ঠুকঠাক, কামারের এক ঘা।

সস্তার তিন অবস্থা।

সাগরে পেতেছি শয্যা গোস্পদে কি ভয়।

BANGODARSHAN.COM

সাত ঘাটের জল খাওয়ান।

সাত নকলে আসল খাস্তা।

সাত রাজার ধন এক মাণিক।

সাপের গালে চুমু, ব্যাঙের গালে চুমু।

সাপের ছুঁচো গেলা।

সাপের হাসি বেদেয় চেনে।

সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।

সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না।

হরি ঘোষের গোয়াল।

হাকিম নড়বে তবু হুকুম নড়বে না

হাগুন্তির লাজ নাই দেখুন্তির লাজ।

হাজারে বেজার নাই।

হাতী গলে যাবে কিন্তু ছুঁচ গলবে না।

হাতী ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল।

হাতে কালি, পায়ে কালি, লিখে এল বনমালী।

হাতে দই পাতে দই তবু বলে কই কই।

হাতে পাঁজি মঙ্গলবার।

BANGLADARSHAN.COM

হাতের লক্ষী পায়ে ঠেলা।

হালে পানি পায় না।

BANGODARSHAN.COM